No. of Printed Pages : 15

एम.टी.टी.-003

00825

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BENGALI HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2012

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

1. समाचारों और प्रशासन द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुवाद में अंतर स्पष्ट करें। इनमें तकनीकी शब्दों का अनुवाद करते समय किस प्रकार की सावधानियाँ जरूरी होती हैं? 20

अथवा

मातृभाषा के कारण प्रभाव के अनुवाद में होने वाली भूलों को सोदाहरण स्पष्ट करें।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। 5

ভাড়া খানেক

দাঁতের হাসি পুড়ে

व्यवस्था	सबूज
प्रकाश	उद्बोधन
प्राक्तन	डानदिक

3. निम्नलिखत हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए। 5

आमने सामने	समारोह
आवश्यकता	आमंत्रण
वित्त वर्ष	पुकार
अंतिम तिथि	परेशानी
फेंकना	चबूतरा

4. नीचे दिए शब्दों में से ***किन्हीं पाँच*** का बांग्ला और हिंदी में अर्थ बताइए और उनका हिंदी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए। 20

संपर्क	पारदर्शी
अवस्था	प्रतिष्ठा
अनुभव	प्रकाश
व्यवहार	भावना
स्नात	चमत्कार

5. निम्नलिखित में से ***किन्हीं चार*** का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4x10=40

(a) **বাড়ছে কৃষি উৎপাদন। ঋণ কমাতে অতিরিক্ত এই ফলনকে সরকার এবার কাজে লাগাক।**

অরিন্দম বণিক

গত তিন মাসের পরিসংখ্যান দেখে মনে হচ্ছে, কৃষিঋণ আবার নিজস্ব ঊর্ধ্ব গতিতে ফিরে এসেছে। অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বেড়েছে ৮.৯ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বেড়েছে ৪.৪ শতাংশ। মূলত অনুকূল আবহাওয়ার জন্য। যদিও পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে তেমন উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না। তবুও সর্বোচ্চ মূল্যায়নে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় চার গুণ বেশি হয়েছে। এখানে শস্যভিত্তিক তথ্য দেওয়া যেতে পারে। এই বছর বাজারে চাল থাকবে গত বছরের তুলনায় ৫.৯ শতাংশ বেশি। এই বৃদ্ধির হার অন্য শস্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন জোয়ার, বাজরার সরবরাহ বাড়বে ১৯.৪ শতাংশ, ডালের হার ৩৯.৪ শতাংশ আর তৈলবীজের হার ১০.৩ শতাংশ। তার মানে ইন্দ্রদেব মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এবার শীতের ফলনের অপেক্ষা। তা নির্ভর করবে আমাদের সেচ-ব্যবস্থার উপর। আমাদের আর্থিক নীতিনির্ধারকগণ এই বিষয়ে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। বলা হয়, চাষিকে দুটি নিশ্চিত

শস্য দিন, তাহলে অর্থনৈতিক গতিবৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিক ভাবে।

(b) মেজকর্তা ফিসফিস করে দিনাকে বলল, একে বলে অ্যালিবাই। মানে হল অপরাধী যখন অপরাধ করে, তখন নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য অপরাধস্থল থেকে দূরে থাকার প্রমাণ জোগাড় করে রাখে।

কী ফিসফিস করছিস দিনাদা ? আবারও বলছি তোতাকে আমি মারিনি...ওর সঙ্গে দিঘির পাড়ের বনমালীর মালের হিস্যা নিয়ে ঝামেলা চলছিল...

ওসব তোর ভাঁওতা নিখা.....আসলে তুই খুনটা করছিলি ওদের ঝগড়ার সুযোগ নিয়া....

না ! আমি করিনি.....নিখা হঙ্কার দিয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময় একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের উপর, কে ওখানে ? হ্যাণ্ডস আপ !

নিখা চকিতে রিভলবারটা কোমরে গুঁজে নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই পুলিশ অফিসার, সঙ্গে দুজন রাইফেলধারী এসে দাঁড়াল দিনার সামনে। মুখের উপর আলো ফেলে জিজ্ঞেস করল, কে এখানে ?

আমি।

তুই কে ?

অফিসার দেখল মেজকর্তার পেটে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে দিনা ।

নাম কি তোর ?

দিনা।

কাম ?

পাগলামি.....আমি রেজিস্টার্ড পাগল...

এখানে কাউকে দেখেছিস ?

না।

কোনও ক্রিমিনাল ?

হ্যাঁ দেখেছি....

কখন ?

এইমাত্র।

তাকে চিনিস ?

হ্যাঁ।

কে ?

আপনে আর ওই যে দুই স্যাঙাৎ বন্দুক নিয়ে.....

....অফিসার সজোরে এক লাথি কষাল দিনার পিছনে।

দিনা লাথি খেয়েও খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল।

হাসছিস কেন ?

হাসুম না ? আপনি পুলিশ না ফুলিশ ? আগের অফিসার ছিল খাঁটি পুলিশ। শালা, একদিন এরকম রাতেরবেলা গরমে মাঠে শুইয়া আছি...আইসা সেই অফিসার আমারে গুঁতাইয়া কয় কী জানেন ?

কী ?

বোঝলেন, পুলিশ কারও বাপ না.....

আফিসারের চোখ জ্বলে উঠল। দিনার দিকে এগোতে যেতেই দিনা চিৎকার করে বলল, নড়বেন না, নড়বেন না।

(c) **মৃত্যুকেও রেহাই দেয় না দলতন্ত্র**

'আশিষ্টাচার....' (১৭ নভেম্বর ২০১০) শীর্ষক নিবন্ধ প্রসঙ্গে এই চিঠি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও আমেরিকায় নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল চূড়ান্ত অবহেলায়। অথচ এই সরকারই দশমাস আগে আর-এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণের পর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে অন্তিম বিদায় জানানোর ব্যবস্থাপনা করেছিল।

এই অসৌজন্যের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। দোষ মানসিকতার আসল কথাটি হল, 'আমরা-ওরা'-র দলতন্ত্র মৃত্যুকেও রেয়াত করে না। জ্যোতিবাবুর আমলে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন, এই তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জীবনাবসান ঘটে। এঁদের প্রত্যেকেরই শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় নিতান্ত সাধারণভাবে, চূড়ান্ত অবহেলায়। ড. বিধানচন্দ্র রায় সম্ভবত ছিলেন পরম সৌভাগ্যবান। কারণ, তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকাকালীনই প্রয়াত হন এবং সেই কারণেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় নি।

সিদ্ধার্থবাবুর দুর্ভাগ্য, তাঁর অন্তিম যাত্রায় শাসক বামফ্রন্ট যেমন একদিকে অসৌজন্য প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তাঁর নিজের দলের কাউকেও আশেপাশে দেখা যায় নি। অশিষ্টাচারের সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। কিন্তু এতে কি জাতি হিসেবে আমরা বাঙালিরা নিজেরাই নিজেদের আরও টেনে নামিয়ে দিচ্ছি না ?

(d) **রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে আনন্দ-র নিবেদন রবীন্দ্রনাথের কবিতাসমগ্র**

১-৫ খণ্ড

সমগ্র রবীন্দ্ররচনা যথাসম্ভব সংগ্রহ করে বিষয় অনুযায়ী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনের সূচনা কবিতাসমগ্র দিয়ে।

'বনফুল' থেকে 'শেষ লেখা' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে প্রথম চারটি খণ্ড। পঞ্চম খণ্ডে কবির মৃত্যুর পর সংকলিত কয়েকটি কাব্যের সঙ্গে অজস্র প্রকীর্ণ কবিতা বিন্যস্ত। বিদেশী ভাষার অনুবাদ 'রূপান্তর' এই প্রথম একত্র করা হয়েছে।

প্রতি খণ্ডে গ্রন্থপরিচয়, আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপিচিত্র, কোনও কোনও প্রচ্ছদের প্রতিলিপি এবং কবির হস্তাক্ষরে কিছু কাব্যের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, এ-ছাড়া কয়েকটি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথসহ বিভিন্ন শিল্পী-অঙ্কিত চিত্র পুনরুদ্ধার করা হল।

সম্পাদনা : অনাথনাথ দাস

সম্পাদনা সহায়তা : অমর পাল

প্রচ্ছেদের চিত্র : গণেশ পাইন

পাঁচ খণ্ড একত্রে ২৫০০,০০

(e) আজকাল সব সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাই বিশেষ-বিশেষ বিদ্যার আয়ত্তে। আপনার ফুটবল খেলা দেখতে ভাল লাগে, ভাল কথা। ভাল লাগাটা যতক্ষণ নিজের কাছে রাখছেন,

কারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ও বিষয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার সাধারণ্যে মত প্রকাশের ইচ্ছে জন্মায়, তবেই বিলক্ষণ বিপদ। চারদিক থেকে দশজনে চেপে ধরবে, 'ফুটবল সম্পর্কে তুমি কী জানো হে যে, ও বিষয়ে কপচাবার স্পর্ধা দেখাচ্ছ ? এ কি ছেলের হাতের মোয়া, যা মনে আসে দু'কথা বাজারে ছেড়ে দিলেই হল ! তাহলে এত বিশেষজ্ঞ আছে কী করতে?' সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি থান থান সাংস্কৃতিক বিষয়ের কথা ছেড়ে দিলাম। বিশ শতকের নতুন ধ্রুপদী শিল্প-সিনেমা বিষয়েও কিছু বলতে গেলে সামলে-সুমলে চারদিক তাকিয়ে মুখ খুলতে হয়।

আমি সিনেমার কীট। অনেক ছবি দেখি, তার তত্ত্ব বা টেকনিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েও। দেখি, কারণ দেখতে ভাল লাগে। তাছাড়া বেশির ভাগ ছবিই আমার বেভাল লাগে। এক থেকে দশের মধ্যে নম্বর দিতে বললে, পাঁচ-ছয় থেকে সাত-আটের মধ্যে নম্বর দিই। তাই গৌতম ঘোষ পরিচালিত চলচ্চিত্র 'মনের মানুষ' বিষয়ে কিছু লেখার অনুরোধে কিছু না ভেবেচিন্তেই রাজি হয়েছি। এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

গৌতমের সব ছবিই আমার ভাল লাগে, কোনটাও

কিছু বেশি, কোনটাও কিছু কম। পূজা সংখ্যা 'দেশ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'মনের মানুষ' পড়েও খুবই ভাল লেগেছিল। সুনীলের ঐতিহাসিক উপন্যাস সব সময়েই গভীর গবেষণাভিত্তিক। আর তার উপরে অত্যন্ত সুখপাঠ্য। কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঙ্গেই কথাটা বলছি। তাই সুনীলের লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিত্তিতে গৌতম-পরিচালিত ছায়াছবি তৃপ্তিদায়ক হবে এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

(f) বাবা বলত, 'জীবনটাকে বদ্ধ খাঁচার পাখি না করে নীল আকাশে উড়িয়ে দে।' ভাবতাম, বাবা বুঝি আমাকে পাইলট হওয়ার কথা বলে। মাথার ওপর এই যে অ্যাত্ত বড় আকাশ, কত কিছুই তো ভেসে বেড়ায়। মেঘ ভাসে, হাওয়া ভাসে, ধুলোবালি ভাসে, পাখি ভাসে, চাঁদ-তারারা ভাসে, আবার মানুষের স্বপ্নগুলোও ভেসে বেড়ায়। ওই আকাশের কোথাও বোধকরি স্বর্গটাও ঝুলে আছে। না হলে ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাসী মানুষ আকাশের দিকেই তাকিয়ে জোর হাত করে কেন ? বাবাও বুঝি এখানেই ভাসতে বলে আমায়। না, আমি ধুলোবালি নই, মেঘ নই, হাওয়া নই, চাঁদ-তারাও নই। ভাসতে গেলে পাইলটই হতে হয়। বড় যন্ত্রটার পেটের মধ্যে বসে দেশ-দেশান্তরে ভেসে যাওয়া যায়। কিন্তু শূন্যকে ভয় পাই। এই অসীম মহাশূন্যে না জানি কোন

বিপদ ঘাপটি মেরে আছে। সুযোগ পেলেই গিলে নেবে।

একদিন বলেছিলাম, 'উড়তে যে বড় ভয় করে বাবা।'

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুক্ত বিহঙ্গের কত সুখ, জানিস ?'

মাথা নেড়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তা তো খোঁজ নিয়ে দেখিনি।'

বাবা বলেছিল, 'জীবনটাকে বদ্ধ খাঁচায় রাখা মানেই প্রাণহীন বেঁচে থাকা।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি আমায় পাইলট হতে বলছ ?'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল বাবা, 'একটা কথার অনেকগুলো অর্থ হয়। যে যেটাকে ধরে।'

বাবার কথারও যে অনেকগুলো অর্থ ছিল, তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু অর্থগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনও ধারণাই ছিল না আমার। সেজন্য আর কথা বাড়াইনি। আকাশে ওড়ার চেষ্টা করিনি তাই। অগত্যা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে মেডিক্যালে

ব্যাঙ্ক। পড়াশোনা শেষ করে কেতুগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একমাত্র ডাক্তার হিসেবে যোগদান।

কেতুগ্রাম। নামের সঙ্গেই গ্রাম জড়ানো। পরিবেশটা আরও বেশি গ্রামীণ। কোতলপুর বাস রাস্তা থেকে দক্ষিণে নেমে প্রথমে ইঁটের, পরে নির্ভেজাল মাটির পথ। পথের দু'ধারে অসংখ্য গাছপালা, ঝোপঝাড়। তারই মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি। বেশির ভাগই দোচালা ঘর। খড়, টালি, টিনের ছাউনি। সামনে জুড়ে থাকা একটা বারান্দা। চারপাশে মুলিবাঁশ, পাটকাঠির বেড়া। মাটির দেওয়াল ঘেরা ঘরও চোখে পড়ে। মানুষগুলো সবই দেহাতি। শরীরের গড়নেই একটা রুক্ষ কাঠিন্যের ছোঁয়া। তবে এরা যে ভেতরে সরল, তা মুখের কথাতেই ফুটে ওঠে।

6. निम्नलिखित में से ***किसी एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए। **10**

(क) न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की एक पीठ ने कहा कि अयोग्य संस्थानों को मान्यता प्रदान करना राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह होगा।

जजों ने इस बात का जिक्र किया कि याचिकाकर्ता ने

साफ सुथरी छवि के साथ अदालत का रुख नहीं किया और अपने बारे में गलत बयान दिया। अदालत ने संस्थानों की यह दलील खारिज कर दी कि अगर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को इन्हें मान्यता प्रदान करने को नहीं कहा गया तो इन गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त सैकड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा।

जजों ने कहा कि अदालत से इन संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला कोई भी आदेश राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गैर मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला लेकर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्र देश की अगली पीढ़ी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। अदालत के मुताबिक ये संस्थान युवाओं को इस बात का प्रशिक्षण जरूर दे सकते है कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से छल कपट के जरिए जीवन में सफल हो सकता है।

गौरतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने एनसीटीई के पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसके तहत इन संस्थानों को मान्यता प्रदान नहीं करने का फैसला

किया गया था। हाई कोर्ट ने इन संस्थानों की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी।

(ख) भारत इस वर्ष दिसंबर में पहले दृष्टिहीन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा जिसमें मेजबान भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की संयुक्त अरब अमीरात में हुई बैठक में भारत को टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने का फैसला किया गया। टूर्नामेंट तीन दिसंबर से बेंगलुरु में खेला जाएगा।

परिषद के अध्यक्ष डेविड टाउनले ने दो दिन की बैठक के बाद रविवार को कहा कि परिषद ने भारत को टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने का फैसला किया है। टूर्नामेंट तीन दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होगा और संभवत: 14 दिन तक चलेगा। लेकिन कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाउनले ने साथ ही कहा कि परिषद ने साथ ही 2014 में वनडे वर्ल्ड कप आयोजित करने

का फैसला किया है जिनके मेजबान का फैसला सितंबर में किया जाएगा। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की इच्छा जताई है लेकिन निविदा नहीं सौंपी है।